দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..22 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...২.....

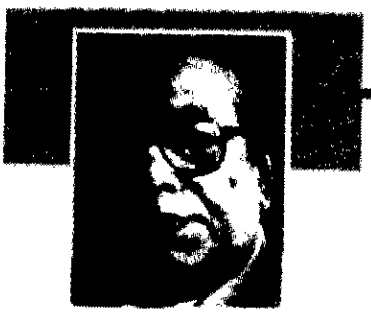

প্রফেসর ড. আবদুল খালেক

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জঙ্গি সমস্যা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমরা জানি, যে ছাত্রের মধ্যে দেশপ্রেম এবং মানবপ্রেম থাকবে, সে ছাত্র কখনও জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে না

সম্প্রতি গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি এবং শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলা হয়েছে। হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গিরা হামলা চালিয়ে দেশি-বিদেশি ২০ জন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা এবং কয়েকজনকে জিম্মি করে রাখে। জিম্মিদেরকে উদ্ধার করতে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে 'থান্ডারবোল্ট' অপারেশন চালাতে হয়। 'থান্ডারবোল্ট' অপারেশনকে মোকাবিলা করবার শক্তি জঙ্গিদের ছিল না। যে কারণে প্রায় সবগুলো জঙ্গি প্রাণ হারায়। মৃত জঙ্গিদের পরিচয় জানতে গিয়ে দেখা যায় এদের দু'জন মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র, দু'জন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র। এটি ১ জুলাই তারিখের ঘটনা। এরপর ৭ জুলাই বৃহস্পতিবার ঈদের নামাজের দিন একদল জঙ্গি হামলা চালায় বিখ্যাত শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে। হামলা চালাতে গিয়ে নিহত হয় জঙ্গি আবির রহমান নামের একজন ছাত্র। আবির রহমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথে বিবিএ পড়তো। হলি আর্টিজান বেকারি এবং শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে হামলাকারী জঙ্গিদের মধ্যে যারা মারা গেছে, তাদের কেউ মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র, কেউ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

এতদিন মনে করা হতো সমাজের নিম্নবিত্ত ও মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলেরা দারিদ্র্যের কারণে অর্থের লোভে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সমাজের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে, তারাও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলছে। এই ঘটনায় দেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ আঁতকে উঠেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশবাসীকে কথা দিয়েছেন, বাংলাদেশের মাটি থেকে জঙ্গিদের শেকড় তিনি উপড়ে ফেলবেন। দেশের মানুষ তাঁর কথায় স্বস্তি অনুভব করছে।

দেশে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আশির অধিক। এর মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে। দু'টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি সম্পৃক্ততার কারণে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে যেমন অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সমীচীন হবে না, অন্যদিকে যেহেতু দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। একে পাশ কাটিয়ে যাবার কোনো সুযোগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। এ মুহূর্তে দুটো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ততা ধরা পড়েছে, তাই বলে অন্য কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি নেই, এমন কথা বলা যাবে না। শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি কলেজগুলোতেও যে জঙ্গি ছাত্ররা গা ঢাকা দিয়ে বসে নেই, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। কোমলমতি ছাত্রদেরকে কোনো অপশক্তি অন্ধকার গহ্বরে নিয়ে ফেলে দিচ্ছে, তা অনুসন্ধান করা অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি। জঙ্গিবাদের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে গত ১ জুলাই তারিখে যে জঙ্গি হামলা এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, এটাই বাংলাদেশের প্রথম জঙ্গি হামলা। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসায় ঢুকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। ১৫ আগস্টের সেই কাপুরুষোচিত হামলায় শাহাদত বরণ করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর তিন সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্রবধূ, ভাই শেখ লুৎফর রহমানসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অনেক সদস্য। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর তারিখে ঘাতকরা জেলখানায় ঢুকে যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়, তাতে শহীদ হন জাতীয় চার নেতা জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, জনাব ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং জনাব এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান।

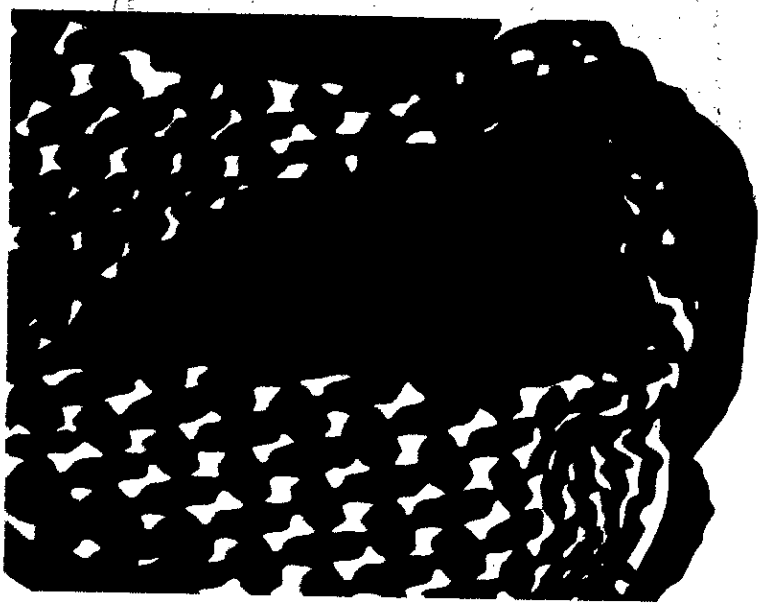

জাতির জনক শেখ মুজিব এবং জাতীয় চার নেতাকে যারা হত্যা করেছিল তারা ছিল সামরিক বাহিনীর বিভ্রান্ত কতিপয় সদস্য। এদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জেনারেল জিয়া। এ সত্য এখন ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

জেনারেল জিয়া এবং তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের হাত ধরেই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে। কবি ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?' সমাজে যদি আগুন লেগে থাকে সে আগুন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করবে না, এমনটি ভাবা যায় না। জেনারেল জিয়া এবং খালেদা জিয়া জঙ্গিবাদের যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেছেন, সে বৃক্ষে এখন ফল ধরতে শুরু করেছে। গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে এবং শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে জঙ্গি হামলার মাধ্যমে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, এগুলো সেই বিষবৃক্ষেরই পরিপক্ব ফল।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু ১৯৯২ সালে। তখন বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্র ক্ষমতায়। যতদূর জানা গেছে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ এবং ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল এই দুই টার্মে জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের হাতে প্রায় ৫০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন লাভ করে। গোড়ার দিকের এই ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা মালিক তারা প্রায় সবাই জামায়াত-বিএনপিপন্থি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। কোনো রাজনৈতিক দলই তাদের রাজনৈতিক দর্শনের বাইরে অবস্থানকারী কাউকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রদান করবে না, এটি প্রায় প্রতিষ্ঠিত সত্য। জামায়াত-বিএনপির রাজনৈতিক দর্শন আমাদের কারও অজানা নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হবার পর থেকে বিশেষ করে জামায়াত, হরকাতুল জেহাদ, জেএমবির মত জঙ্গি দলগুলো পরস্পরের কর্মসূচিতে একাত্ম হয়ে আছে। তাদের লক্ষ্য অভিন্ন এবং তা হলো বর্তমান সরকারের পতন ঘটানো এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া। যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেমের বিচার প্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে, ঠিক সে সময় জঙ্গিদের অপতৎপরতা বৃদ্ধিতে এই সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

জেনারেল জিয়া এবং বেগম খালেদা জিয়া দু'জন মিলে প্রায় ১৬ বছর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের শাসনকালে যুদ্ধাপরাধী দল হিসেবে পরিচিত জামায়াতে ইসলামীর ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। এমনকি মন্ত্রিসভায় তাদেরকে বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকানার ব্যাপারেও জামায়াতপন্থি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ব্যাপক প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বিএনপি আমলে যে ৫০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, সে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিংহভাগ মালিক জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় নেতা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যাতে জঙ্গি কার্যকলাপে লিপ্ত না হতে পারে সে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্যই মূলত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং উপাচার্যগণের সমন্বয়ে ১৭ জুলাই তারিখে জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। উদ্যোগটি সময়োপযোগী। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের এ উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

১৭ জুলাই মতবিনিময় সভায় সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং উপাচার্যগণ তাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। অনেকে বলছেন সমস্যা সমাধানকল্পে বলবেন— বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমরা জানি, যে ছাত্রের মধ্যে দেশপ্রেম এবং মানবপ্রেম থাকবে, সে ছাত্র কখনও জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে না। তবে আমার সন্দেহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং দেশপ্রেম নিয়ে যারা উচ্চকণ্ঠ হবেন, তাদের মধ্যে অনেকেই থাকবেন যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী। তারা বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে মানেন না, জয় বাংলা বলেন না। চিন্তা চেতনায় তারা ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষতা দর্শন তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

একথা ভুললে চলবে না, জঙ্গি কার্যকলাপে যারা লিপ্ত হয়েছে, তারা আমাদেরই সন্তান। কোনো বাবা-মা চাইবে না তাদের সন্তান আত্মঘাতী হোক। কোমলমতি ছাত্রদেরকে যারা অন্ধকার পথে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন জঙ্গিদের শিকড় তিনি উৎপাটিত করবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ কথার ওপর দেশবাসীর গভীর আস্থা রয়েছে। যে দেশের মানুষ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই দেশের মানুষ কতিপয় জঙ্গির কাছে হেরে যাবে, তা কখনও হতে পারে না।

গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি এবং শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে জঙ্গি হামলা চালাতে গিয়ে যে সমস্ত জঙ্গি প্রাণ হারিয়েছে তারা অধিকাংশ মাদ্রাসা এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ুয়া ছাত্র। তারা জঙ্গি হবার পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে জঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়েছে, এটি অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। একটি বিষয় লক্ষণীয়, মাদ্রাসা ও ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা পদ্ধতিতে স্বদেশ চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করবার কোনো ব্যবস্থা নেই। কাজেই অবিলম্বে মাদ্রাসা ও ইংলিশ মিডিয়াম তথা শিক্ষার সর্বস্তরের পাঠ্যতালিকায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং মানববিদ্যা শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য। এতে করে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি শিক্ষার্থীদের মমত্ববোধ জাগ্রত করবার পথ সুগম হবে।

দেশে দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী জঙ্গি হামলার সাথে জড়িয়ে পড়েছে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে জঙ্গি তৈরি হচ্ছে, সেটি অনেক আগ থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল। নাফিজ নামের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থী আমেরিকায় গিয়ে জঙ্গি হামলায় লিপ্ত হতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। হলি আর্টিজান বেকারিতে এবং শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে যারা জঙ্গি হামলা চালিয়েছে তাদের অধিকাংশই নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এর ফলে দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে লজ্জা এবং বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষাকবচ বলতে গেলে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০'। ২০১০ আইনে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক অনুমতির শর্তাবলি'র ১০ নং ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে— "প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থ ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হইতে পারে এমন কোনো কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবে না বা সন্ত্রাসী বা জঙ্গি তৎপরতা বা এই জাতীয় কোনো কার্যকলাপে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো ভাবেই কোনো পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে না।"

উপর্যুক্ত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই পারে। তবে আমরা জানি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের হাত বেশ লম্বা। ২০১০ আইন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ওপর প্রয়োগ করা হবে কি না, সেটাই এখন দেখবার বিষয়। যদি আইনটি প্রয়োগ করা না হয়, সে ক্ষেত্রে আইনটি নিয়ে দেশবাসীর মুখে একটি প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হতে পারে এবং তা হলো — 'কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নাই।'

প্রত্যাশা করি, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দক্ষ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে জঙ্গিমুক্ত করতে সফল হবেন।

● লেখক : শিক্ষাবিদ